Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা খাতুন জাকিয়া

রোলঃ 227020657

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা খাতুন জাকিয়া

রোলঃ 227020657

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহমিনা খাতুন জাকিয়া, আইডিঃ 227020657 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Jakia

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তাহমিনা খাতুন জাকিয়া

আইডিঃ 227020657

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা

পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম সম্মানজনক ও মর্যাদাবান ভাষা আরবি। একে সকল ভাষার জননী বলা হয়। প্রাচীনতম ভাষা ছাড়াও ধর্মীয়, ব্যবসা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিরাট বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে এ ভাষা। পৃথিবীর আটাশটি দেশের মাতৃভাষা ছাড়াও এক চতুর্থাংশ মানুষের মুখের ভাষা আরবি। যদিও ধর্মীয় কারণে-এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সারা পৃথিবী জুড়ে। আরবি ভাষা আমাদের বাংলাদেশীদের কাছে ভিনদেশী ভাষা হলেও বিশেষ করে ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক কারণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে ধর্মীয়গ্রন্থ ও ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিখ্যাত বইগুলো এই আরবি ভাষায় রচিত। তাই আমাদের আত্মার সম্পর্ক আছে এই ভাষার সহিত। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই আরবি ভাষার চর্চা হয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়িক বাজার দখলের জন্য এখন প্রতিটি পণ্যের গায়ে আরবি ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আরবি ভাষাকে মর্যাদার আসন দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বলেন-

'নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো'।

'এটা কিতাব। এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবি কুরআন রূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য'।

এছাড়াও হাদিস, ফিক্‌হ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন, পদার্থ, দর্শন, ভূগোলসহ সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আরবি ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও সম্মানিত করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে অন্যতম ও শক্তিশালী ভাষা হচ্ছে আরবি। বিপুল শব্দভাণ্ডারে পরিপূর্ণ এ ভাষা নানান কারণে আজ সমগ্র পৃথিবীজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ। আরবি ভাষার প্রাঞ্জলতা, অসাধারণ একক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিতে পূর্ণ। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আরবি ভাষা আজ অজেয়। চারদিকে তার জয়ধ্বনি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম ভাণ্ডারও এ ভাষা। আরবিকে Double International Language নামে ডাকা হয়। দুনিয়া ছাড়াও মুসলিমদের নিকট পরকালের ভাষাও আরবি। আর্ন্তজাতিকভাবে যে ভাষার সম্মান, মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা অবশ্যই ব্যাপক। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে আরবি ভাষার চর্চা হয় না বা ব্যবহার হয় না।

আরবি ভাষার উৎপত্তি

আরবি ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সেমিটিক ভাষাসমূহের একটি ভাষা। এটি প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা। সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই ভাষার সৃষ্টি। অনেকের মতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় কথা বলেন। আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুযুতির মতে- সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা আরবী ভাষা। কেননা জান্নাতে পরীক্ষার জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যে শব্দ জ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল, তা ছিল আরবি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা থেকে বর্ণিত। হযরত আদম আলাই সালাম-এর ভাষা ছিল আরবি।

দুনিয়ায় আসার পর তিনি সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলেন। অতঃপর যখন তাঁর তওবা কবুল হয়, তখন আবার আরবি ভাষায় কথা বলতে থাকেন। তাঁর উপর আসমানি সহিফাগুলো আরবি ভাষায় নাযিল হয়।

আব্দুল মালিক ইবনে হারিস-এর মতে আদম আলাইহিস সালাম যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন, তা ছিল আরবি। মানব জাতির আদি মানব-মানবী যেমন আরব ভূমিতেই আবির্ভূত হন, তেমনি আদি মানবগুষ্ঠির ভাষার সৃষ্টি ও এখানেই।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ভাষা সৃষ্টির আগে মানুষ আকার, ইঙ্গিত, ইশারা, চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করতো। কিন্তু আমরা যদি আল-কুরআন পর্যালোচনা করি, তা হলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মানব জাতির সৃষ্টির বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বেই ভাষার সৃষ্টি।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম তদীয় সন্তান হযরত শীষ আলাইহিস সালামকে শিক্ষাদান করেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারীদের তুফানের বিষয়ে অবগত করান। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করেন। মক্কার ভাষা আরবি। সুতারাং সৃষ্টি সভ্যতার শুরু থেকেই আরবি ভাষা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ও বর্তমান।

প্রাচীন আরবি ভাষার রূপরেখায় আমরা যা দেখতে পাই, সব সেমিটিয় ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যঞ্জন-বর্ণ দিয়ে গঠিত ধাতুরূপ বা শব্দমূল। প্রকৃতি আরব ভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। উত্তরে হেজাজ প্রদেশ, দক্ষিণে ইয়ামেন। তারাই ইয়ারুব ইবনে কাহতান এর বংশধর। মদিনার আউস ও খাজরাজ যারা আনসার নামে অভিহিত তারাও কাহতানি আরব। হিজাজী আরবগণ পূর্বকাল থেকেই যাযাবর জাতি। ইয়েমেনের বাসিন্দারা 'হিমিয়ারী' নামে

পরিচিত। নামে মাত্র হিমিয়ারীগণের অধীনে থাকলেও হেজাজস্থ যাযাবর আরব জাতির স্বাধীনতা চিরকালই অক্ষুন্ন ছিল।

দক্ষিণ আরবের ভাষা খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবিসিনিয়গণ কর্তৃক হিমিয়ারী সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই সময় হতেই উত্তর আরবস্থ হেজাজী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। এ হেজাজীয় ভাষাই এযাবৎকাল আরবি ভাষা নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

ভাষার উৎস মনের ভাব প্রকাশের প্রবল ইচ্ছা থেকেই। জীববিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা হলো আরবি। যদিও আরবি ভাষার উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে কেউ যথার্থ কোন প্রমাণাদি উপস্থাপনে সক্ষম হননি।

> ডক্টর আলী আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফির মতে আরবি ভাষা হিজাজ ও নজদ এলাকায় উৎপত্তি লাভ করে।

> আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব-এর মতে- হযরত নূহ আলাইস সালাম-এর প্লাবনের পর জুরহুম নামক এক ব্যক্তি আরবী ভাষায় কথা বলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা জানতে পারি যে, আরবি ভাষায় সর্বপ্রথম কথা বলেছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় তিনি আরবি ভাষা ভুলে যান। পরবর্তীতে তাঁর তওবা কবুল হলে তিনি পুনরায় আরবিভাষায় কথা বলেন। দীর্ঘদিন এ ভাষা প্রচলিত ছিল।

কালের বিবর্তনে আরবি ভাষা সুরানি বা সুরইয়ানি ভাষায় রূপান্তরিত হয়, যা আরবি ভাষার বিকৃত রূপ। হযরত নুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৌকার সকল যাত্রী এই সুরইয়ানি ভাষায় কথা বলতেন। অন্য মতে, জুরহুম নামক ব্যক্তির ভাষা ছিল আরবি। তাঁর পূর্বপুরুষরাও আরবিভাষায় কথা বলতেন।

অপরদিকে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামও আল্লাহ কর্তৃক আরবি ভাষাপ্রাপ্ত হন। একটা পর্যায়ে জুরহুমের অধঃস্তন বংশধর বনু কাহতান হযরত ইসমাইল আলাইহিস সাল্লাম-এর

বংশধরদের সাথে মিলিত হয়ে একত্রে বসবাস করে। তারা বনু ইসরাঈলের নিকট হতে আরবি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে আল-কুরআন নাজিলের পূর্ব পর্যন্ত আরবি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকে। অদ্যাবধি আরবি প্রচলিত আছে, যা সেমিটিক ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র জীবিত ভাষা।

আরবিভাষার ক্রমবিকাশ

পৃথিবীতে প্রায় ৭০০০-এর অধিক ভাষা বর্তমানে প্রচলিত। বর্তমান সময়ে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দেখা গেলেও সুপ্রাচীনকাল থেকে আরবি ভাষার আধিপত্য ও মর্যাদা আমরা দেখতে পাই। আরবি ভাষার আধিপত্যের প্রমাণ আমরা জাহেলী যুগের কবিতা বা কাসিদায় পেয়ে থাকি। এ ভাষার বর্ণগুলো সুরাইয়ানি ও নাবাতানি ভাষা থেকে উদ্ভূত। জাহেলী যুগের বিখ্যাত সপ্তগীতিকা আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ও শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

আরবি ভাষার ক্রমবিকাশকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

- **জাহেলী যুগ**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব বা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব সময়কে 'আল-আসরুল জাহেলিয়াহ' অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় পুত্তলিকতা ও অংশীবাদ ধারণায় তারা আচ্ছন্ন ছিল। স্বভাবজাতভাবেই তারা ছিল তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা হতো। সাহিত্য চর্চা নিয়ে মেলা হতো। ওকাজ মেলায় সাহিত্য আসরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ কাবাঘরে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার জন্য পুরস্কৃত করা হতো। বংশীয় বা গোত্রীয় লোকজন এতে অহংকার প্রকাশ করত। তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাদের কবিতায় আরবি ভাষার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। তৎকালীন বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ইমরুল কায়েস, আনতারা বিন সাদ্দাদ, কা'ব বিন যুহাইর, যুহাইর বিন আবি সালমা, আ'শা বাউনিয়া, লাবিদ বিন রাবিয়া প্রমুখ।

- **ইসলামী যুগ**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পরবর্তী সময়কে ইসলামী যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর নিকট সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান 'আল-কুরআন' নাজিল হলে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় ও মর্যাদার আসন অলংকৃত করে। আরবি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, ছন্দ, অলংকার সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে। আরবি ভাষার বিকাশে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। যদিও এ সময় আরবি ভাষা লিখতে জানতেন মোট **১১** জন ব্যক্তি। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ান-এর পরিবারেরই ছিলেন ৪ জন উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে কাফেরদের মুক্তির

শর্ত ছিল একজন কাফের দশ জন মুসলমানকে লেখা শেখাবেন অর্থাৎ সে সময় আরবি শেখারও প্রচলন ছিল।

অনেকের মতে, আরবি ভাষার সর্বপ্রথম লেখক হলেন 'আম্বার'-এর অধিবাসী 'মুররা বিন্ মুররা' এবং 'আসলাম বিন হাফরাহ্'। কারো মতে 'হারব বিন উমাইয়া বিন আবদে শামুস'। তিনি 'হিরার' অধিবাসীদের কাছ থেকে শিখেছেন। হিরার অধিবাসীরা 'আম্বার'-এর কাছ থেকে শিখেছেন। এ সময় আরবি লেখনীতে কোন নক্কা বা হরকত ব্যবহৃত হতো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালে ব্যাপক আকারে মুসলিমদের মধ্যে আল-কুরআন ও আল-হাদিস চর্চার ফলে আরবি ভাষা উৎকর্ষ অর্জন করে। বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন্ রাবিয়া মন্তব্য করেন- "আমার কাছে যেহেতু আল-কুরআন আছে; সুতরাং আর কোন কবিতা রচনার প্রয়োজন নেই"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় চর্চা শুরু হলেও আঞ্চলিকতার কারণে আল-কুরআন পঠনে পদ্ধতিগত সমস্যা তৈরি হয়। হিজরি প্রথম শতাব্দিতে আরবি ভাষা নোক্তা বা নক্তা ছাড়াই লেখা হতো।

জনৈক অনারব সুরা তাওবার ৩ নম্বর আয়াতে أنا للهبر نمنالمشركينورسوله পাঠ করছিলেন। উক্ত আয়াতে রাসূলুহু শব্দের লাম-কে যের দিয়ে পড়লে জনৈক সাহাবী বিষয়টি হযরত আ'লী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিগোচরে আনেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষার শুদ্ধতা ও আল-কুরআনকে বিশুদ্ধ রূপে পঠনে সে সময়ের পণ্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুয়ায়েলীকে সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণকে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ফোঁটা (নক্কা) এবং যবর, যের, পেশ, সাকিন তাশদীদ বুঝানোর জন্য বিশেষ চিহ্ন (হরকত) ব্যবহার করেন।

- **উমাইয়া যুগ**

এই সময়ে নুকতার ব্যবহার শুধুমাত্র আল-কুরআন পাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদূর ইউরোপ-আফ্রিকা ছড়িয়ে পড়ে। আর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে ঘোষণা করলে-এর প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার কারণে আরবি ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকে 'খলিল বিন্ আহমদ' অন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। তিনি ফোঁটা বা নোকতার পরিবর্তে যবর বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর বাঁকা ছোট্ট আলিফ, যের বুঝানোর জন্য বর্ণের নিচে ছোট্ট ইয়া দিলেন এবং পেশ বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর ছোট্ট ওয়াও দিলেন। তানবিন বুঝানোর জন্য ছোট্ট করে দুইবার টান দিলেন। অতঃপর এই প্রক্রিয়া খলিফা 'আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান'-এর আমলে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে সিরিয়া প্রথম দেশ, যাদের ভাষা হয়ে যায় আরবি। এ সময় আরবি বর্ণমালা বিন্যাস করেন বিন্ আছিম আল লাইছি, ইয়াহয়া বিন ইয়ামুর আল আদওয়ানি। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে 'হাজ্জাজ বিন্ ইফসুফ'-এর নির্দেশে হরকত সংযোজিত হলে আরবি লেখনি পূর্ণতা অর্জন করে। সেই পদ্ধতি আজও বিদ্যমান।

- **আব্বাসী যুগ**

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ছিল এটি। ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ছাড়াও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার লিখিত অনেক বিখ্যাত ও মূল্যবান পুস্তক আরবিতে অনূদিত হয়। এ সময় পণ্ডিতরা বিশেষ পরিভাষাগুলো আরবি করার প্রয়াস পান। যাতে করে শব্দগুলো উৎপত্তিগতভাবে আরবিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সময়কালের শুরুতেই আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য লেখার কাজ শুরু হয়। ফলে আরবি ভাষা বই-পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার স্তরে পৌঁছে। আরবি ব্যাকরণ, নাহু, সরফ, ধ্বনি বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র, অভিধানগত বইয়ের প্রকাশ ঘটে। এভাবে আরবি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আধুনিক যুগ

সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে আরবি ভাষা তেজোদ্দীপ্ত, যা আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই আরবি ভাষার কদর। ব্যবসায়িক বাজার দখল করার জন্য আরবী ভাষার সমৃদ্ধিও পরোক্ষভাবে অর্জিত হয়। আরব ভূমি ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় আরবি ভাষার যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরব প্রতিভা জগতকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করার নিমিত্তে ব্যস্ত। বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

মিসরীয় কথা সাহিত্যিক 'নাজিব মাহফুজ' আরবি ভাষায় তার 'ত্রয়ী' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তার রচনাগুলোও আরবি ভাষাতেই ছিল।

আরবি ভাষার বিকাশ ও উত্থান বর্তমানে আরও বেগবান। আরবি শব্দ ভাণ্ডারের মণি-মুক্তায় তার উজ্জ্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষার রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। আমরা জানি, আল্লাহ তাঁর জন্য আরবি ভাষাকে নির্বাচিত করেছেন। এছাড়াও আল-কুরআন, আল-হাদিস ও রাসূল সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর ভাষাও আরবি। মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি, পরকালের ভাষাও হবে আরবি।

আরবি ভাষা ১ কোটি ২০ লক্ষ শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষা জগতে স্বমহিমায় বিকশিত হচ্ছে। পৃথিবীর একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষাও আরবি ভাষা।

আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ভাষা হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা এটি। বিশ্বের ২৮টি দেশের মাতৃভাষা ছাড়াও ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হিসাবে ষষ্ঠ স্থানে আরবি ভাষার অবস্থান। নানা কারণে আরবি ভাষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষা।

ধর্মীয় দিক থেকে

ধর্মীয় দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা যা পাই আমাদের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ আল হাদিস ও অন্যান্য ইসলামি সহায়ক গ্রন্থের মূল ভাষা আরবি।

প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের নিকট আরবি একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আরবি ভাষা না জানলে আল- কুরআন ও আল-হাদিস অধ্যয়ন করে সঠিকভাবে বুঝা ও জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। তাই সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিমদের কাছে আরবি ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

আলিফ লাম মিম এটি এমন কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।

'নিশ্চয়ই আমি আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো'।

'আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতা মুক্ত, যাতে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে'।

'এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি বিধান রূপে আরবি ভাষায়' সূরা রাদ ১৩, আয়াত ৩৭।

'এইরূপে আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় করে অথবা এটাকে উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করে'। সূরা ২০ তাহা, আয়াত: ১১৩

ধর্মীয় সকল কাজেই আমরা আল-কুরআন ও আল-হাদিসকে অনুসরণ করি বিধায় আরবি ভাষা আমাদের নিত্য দিনের ভাষা। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরবি ভাষা একান্তভাবে জড়িয়ে আছে।

দুনিয়ার সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাষা আরবি ভাষা। জান্নাতের ভাষাও আরবি ভাষা। পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের বিখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাসীর-এর মতে- "সর্বাধিক মর্যাদাবান ফেরেশতার মাধ্যমে, সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের-এর প্রতি, সর্বাধিক মর্যাদাবান ভাষায়, সর্বাধিক মর্যাদাবান গ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আরবি ভাষাকে সকল ভাষার জননী বলা হয়। আল-কুরআন, আল-হাদিস, ফিকহশাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ ও জীবনে তার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের আরবি ভাষা জানা অপরিহার্য। আল্লাহর নির্বাচিত ভাষা, কুরআনের ভাষা, ইবাদতের ভাষা, ইসলামি শিক্ষার ভাষা আরবি ভাষা।

জ্ঞানার্জনের ভাষা

আগেই বলেছি আরবি সকল ভাষার জননী। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ছাড়াও বিজ্ঞান, কলা, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখার জন্য আরবি ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআনকে রিসার্চ করেই আজকের আধুনিক বিশ্ব, উড়োজাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ, কম্পিউটার, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সফলতা পেয়েছে। এগুলো আল-কুরআন ও ইসলামী জ্ঞানের বিশ্লেষণমূলক চিন্তা-চেতনার ফসল। ইমাম বায়হাকী সূত্রে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি-'আরবি শেখো, কেননা এটি হৃদয়কে দৃঢ়তা দান করে এবং সাহস বৃদ্ধি করে'।

ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা

একটা সময়ে অবহেলিত মরুভূমি আজ সমগ্র বিশ্বের চমক। তেল উৎপাদনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে বিপ্লব ও উৎকর্ষ সাধিত হয়, তারই পরিক্রমায় আজ পুরো আরব দুনিয়ার ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র। লক্ষ লক্ষ মানুষ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশসমূহে কাজ করছে। এমনকি ভারতের ১৫ লক্ষ হিন্দু শিক্ষার্থী মাদরাসায় অধ্যয়ন করছে আরবী ভাষা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য। তারা জানে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। তাই আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে তারা আরব দেশসমূহে ভালো বেতনে চাকরির সুযোগ পায়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ যুগে ব্যবসায়ীদের ভূ-স্বর্গ মধ্যপ্রাচ্য। তাই সবার কাছেই আরবি ভাষার কদর ও সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষাও দিন দিন তার ব্যাপ্তি আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করছে। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত পণ্যের প্যাকেট সহ নানা বিজ্ঞাপনে আজ তারা আরবি ভাষাকে ব্যবহার করছে।

আমাদের বাংলাদেশের যে সকল শ্রমিক ভালো আরবি জানেন, তারা আরব বিশ্বে ভালো চাকরি করতে পারেন। আবার আরবি না জানার কারণে অনেকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভালো কাজে যোগদান করতে পারছেন না।

আরবি আন্তর্জাতিক ভাষা

জাতিসংঘের চারটি দাপ্তরিক ভাষার মধ্যে আরবি অন্যতম ভাষা। বিস্তৃত পরিসর নিয়ে আরবি ভাষা স্রোতস্বিনী নদীর মতো বহমান। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশের জাতীয় বা প্রধান ভাষা আরবি।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরবি ভাষার ব্যাপক প্রচলন-এর ফলে হয়তো অচিরেই আমরা দেখতে পাবো যে পৃথিবীর এক নম্বর ভাষা আরবি। চলমান বিশ্বের সবগুলো স্তরেই আরব বিশ্বকে প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। ধর্মীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আরবি ভাষাকে গ্রহণ করে তারা সাফল্য লাভের কারণে সবার কাছেই আরবি সু-উচ্চাসনে অবস্থিত। আরবি ভাষা এখন আর ধর্মীয় ভাষা নয়, এটি বিশ্বব্যাপী কমার্শিয়াল ভাষাও।

বিশ্বের ৪২২ মিলিয়ন আরব জনগোষ্ঠী এবং ১৫০ কোটিরও বেশি মুসলিম তাদের দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষা ব্যবহার করছে।

আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য

- পৃথিবীর সর্বাধিক সমার্থক শব্দের সমাহার রয়েছে এ ভাষাতে।
- পৃথিবীর সর্বাধিক শব্দভাণ্ডারের ভাষাও আরবি।

- স্বল্প বাক্যে ব্যাপক অর্থ প্রকাশের ভাষা আরবি।
- একটি শব্দের বহু বিপরীত শব্দ ও অর্থবোধক শব্দ রয়েছে।
- পশুপাখির বিভিন্ন ধ্বনির অনুকরণে শব্দ রয়েছে।
- প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারায় পরিপূর্ণ।
- এ ভাষায় বিশেষণের শব্দ পরবর্তীতে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীতে বিদ্যমান ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে। আরবি ভাষা জানা ও আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কিভাবে সার্বিক উন্নতি সম্ভব, তা আমরা বর্তমান বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারি।

ধর্মীয় জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে একমাত্র আরবি ভাষা জানার মাধ্যমেই সম্ভব।

তারপর আল-হাদিস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগে অবশ্যই আমাদের আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন। আমাদের ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমন যে কোনো মাধ্যমের জ্ঞান আল-কুরআন-এর মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

শুধু মুসলিমদের জন্য নয় আল-কুরআন যেহেতু সমগ্র মানব জাতির জন্য দিশারী তাই সকলেরই আরবি জানা আবশ্যক। ড. মরিস বুকাইলি মদিনায় দীর্ঘ আট বছর অবস্থান করে আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করার পর আল-কুরআন নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরবর্তীতে মুসলিম হয়ে যান।

আরবি ভাষা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধার। এ যেন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। আরবি ভাষা জানার মাধ্যমে সেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুটা অর্জন করা সম্ভব।

আজকের বাংলাদেশ যে বৈদেশিক রেমিটেন্স নিয়ে অহংকার করছে, তার সিংহভাগ আসে আরব দেশসমূহ থেকে। আমরা যদি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করতে পারি তাহলে আরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

আরব দেশসমূহের আইসিটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয়রা। আরব দেশসমূহের মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বেশিরভাগ শিল্প-কারখানার নিয়ন্ত্রণ প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের হাতে। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিতে তাদের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়ের হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া কাজের দক্ষতার পাশাপাশি ভাষায় দক্ষতার কারণে তাদের উত্থান। অথচ বিশাল জনগোষ্ঠীর মুসলিম দেশ বাংলাদেশ সেখানে অনেকটা পিছিয়ে আছে আরবী ভাষা না জানার কারণে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরবি ভাষার গুরুত্বের কারণেই-এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে যত প্রকার Trade আছে সবখানে আরবিকে Trade Languageহিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে হলে চাই আরব দেশগুলোর সাথে ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের পরিকল্পনা। এমনিতেই আরব দেশসমূহ আমাদের সামাজিক ধর্মীয় ও উন্নয়নমূলক খাতে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। তাই দক্ষ আরবি ভাষী হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন।

আরবি ভাষা জানার ফলে অনেক ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়, আর ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। আল-কুরআন ও হাদীস উপয়াপন সহজ হয়।

ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব

- **ধর্মীয় উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব**

ধর্মীয় গ্রন্থ আরবি ভাষায় নাযিল

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন পৃথিবীতে মানবজাতি প্রেরণ করার সাথে সাথে তাদের জীবনাচরনের দিক নির্দেশনার জন্য প্রতিনিধির মাধ্যমে সহিফাহ্ ও কিতাব নাযিল করেন। এ সকল সহিফাহ্ ও আসমানি কিতাব অধিকাংশই আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। আরবি ভাষার এ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের অশেষ দান। এ ভাষা অত্যন্ত সহজ, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী।

এ প্রসংগে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন বলেন-

'নিশ্চই আমি এ কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যেনো তোমরা বুঝতে পারো' (সূরা ইউসুফ)।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন আরো বলেন- 'আমি কুরআনকে তোমাদের ভাষায় সহজ করে দিয়েছি অর্থাৎ আরবি ভাষায়, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে'।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'তোমরা আরবিকে তিনটি কারণে ভালবাসোঃ আমার ভাষা আরবি, আল-কুরআনের ভাষাও আরবি, আর জান্নাতের ভাষাও হবে আরবি' (বায়হাকী- ১৩৬৪)।

আরবি ভাষায় ধর্মীয় প্রভাব প্রসঙ্গে হযরত শাফেঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন- 'আরবি ভাষা অর্জন না করার কারণে লোকজন মূর্খ হয়েছে এবং বিভিন্ন মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যদি তারা ভালোভাবে আরবি জানতো তাহলে ধর্মীয় বিষয়ে সংশয়, সন্দেহ ও মতবিরোধ এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যেতো'।

বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত হাসান বসরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন- 'বিদআ'ত সৃষ্টির অন্যতম কারণ হচ্ছে আরবি ভাষা ভুলে যাওয়া। মানুষকে অনারব ভাষা ধ্বংস করে দিয়েছে'।

মুসলিম জীবন ধারায় আরবি

মুসলিমদের বিশ্বাস, একত্ববাদ, সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবনাচরণে আরবি উচ্চারণ বা পাঠের কোন বিকল্প নেই।

ইবাদত-বন্দেগি তথা সালাত আদায় করতে হয় আরবি ভাষায়। আরবি ভাষা বিশুদ্ধভাবে পাঠ না করতে পারলে কোন ইবাদত কবুল হয় না। বিশুদ্ধভাবে পাঠ করলে সওয়াব বা নেক হাসিল হয়, অন্যথায় গুনাহগার হতে হয়। ইসলামী শরিয়ত সম্পর্কিত জ্ঞানসমূহ ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হলে অবশ্যই ভালোভাবে আরবি ভাষা জানা জরুরি। মানব সমাজে নানান মাসআলা প্রয়োজন। এ সকল মাসআলা-মাসায়েলের সঠিক ব্যাখ্যাদানের জন্য আল-কুরআন ও আল-হাদিস বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। আর আরবি ভাষা আয়ত্তের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আল-কুরআন ও আল-হাদিসকে বিশ্লেষণ করে মতামত দেয়া সম্ভব। আরবি ভাষা ভালোভাবে জানলেই এর প্রত্যক্ষ অনুবাদ ও ভাবার্থ জানা সম্ভব। অন্যথায় ভুল ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হতে পারে।

ধর্মীয় কারণে বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ আল-কুরআন। এর উপর নির্ভর করে লক্ষ লক্ষ ইসলামিক পুস্তক রচিত হয়েছে। পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় আর কোন গ্রন্থ নেই। তাই আরবি ভাষা একটি জীবন্ত ভাষা হিসেবে সমগ্র বিশ্বে চলমান।

ধর্মীয়ভাবে আমরা আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিকে আ'লেম বলে থাকি। যে আ'লেম যত ভালো আরবি জানেন, তিনি ইসলামী জ্ঞানেও তত সমৃদ্ধ। অর্থাৎ আরবি ভাষা জানার কারণে তার সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন-

‘কুরআন আরবিভাষায় অবতীর্ণ করেছি যা কল্যাণময়।’
‘ইয়াসিন, শপথ প্রজ্ঞাময় কোরআনের।’

‘নিশ্চয়ই আমি নাযিল করেছি এ কুরআন আরবি ভাষায়।’

'আমাদের সহজ সরল পথ প্রদর্শন কর।'

'ইহা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা।'

ইসলামের রোকন পালনে আরবি ভাষা

ইসলামের রোকন পাঁচটি। যথা- (ক) বিশ্বাস, (খ) নামাজ, (গ) রোজা, (ঘ) হজ্ব ও (ঙ) যাকাত।

এ ইবাদতগুলো কোনোটি মানসিক, কোনোটি শারীরিক আবার কোনটি আর্থিক। কিন্তু এ সবকিছুর ধারন, লালন, পালনে আরবি ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। ইসলামি অনুশাসন পালনে এ রোকনগুলো যেমন আবশ্যক, তেমনি আরবি ভাষা না জানলে-এর সঠিক বাস্তবায়নও অসম্ভব।

- **সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব**

ভাষা যে কোনো সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এটি সমাজে বা রাষ্ট্রে নানাভাবে পতিত হয়। আরবি ভাষাও তেমনি সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

জাহেলি যুগে আরবের সামাজিক পরিস্থিতি ছিল হতাশায়পূর্ণ। মদ, জুয়া, নারী, গোত্রীয় যুদ্ধ, বহু বিবাহ, কন্যা সন্তান হত্যা, আধিপত্যের লড়াইয়ে 'খুন কা বদলা খুন' প্রভৃতি ছিল তাদের সমাজের নিত্যকর্ম। সেই বিভীষিকাময় সামাজিক অবস্থায় 'সভ্য সমাজ ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠিত হয় আল-কুরআনের মতো আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পর।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অধিকারের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়। কোথায় কার কী দায়িত্ব, অধিকার ও দাবি এবং তা কীভাবে পালন করতে হবে, সেসব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়া হলে আরবগণ তাদের পরিবর্তনের বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করে। আরবি ভাষায় অবতীর্ণ তাই অনেক অজানাকে তারা জানতে পারে এবং সুস্পষ্ট নির্দেশনা লাভ করে।

ন্যায় বিচার, সুদ, চরিত্র, মজলিসের শিষ্টাচার, অন্যের হক বা বান্দার হক, চুরির শাস্তি, লুটতরাজ ও ডাকাতির শাস্তি, অপবাদ রটানোর শাস্তি ও পরিণাম, যিনার শাস্তি, (নারী নির্যাতন- শারীরিক, মানসিক, সামাজিক) সঠিক মাপ ও ওজন, সৎকর্মের আদেশ, অসৎ কর্মের নিষেধ ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলো আরবি ভাষায় বর্ণিত হওয়ার সুবিধায় আরব্য সমাজ ছাড়াও বিশ্বমগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম সহায়ক।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষা

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরবি ভাষা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন-

'তোমরা জমিনে বিশৃংখলা করো না।'

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।'

ঐক্যবদ্ধ বা একতাই শক্তি। আল্লাহ বলেন-

'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর, আর দলা-দলী করো না।'

'তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বশীলদের।'

পরিবেশ সুরক্ষা, মহামারী হতে সুরক্ষার নির্দেশনা, অন্যের হক-এর বিধান, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, প্রতিবেশীর অধিকার, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রতিটি বিষয়ে আরবরা জ্ঞান অর্জন করে তাদের জীবন ধারায় বাস্তবায়ন করে। আরবি ভাষা এভাবে একটি শক্তিশালী সামাজিক কাঠামো দাঁড় করতে সাহায্য করে।

জনশক্তি রপ্তানিতে আরবি ভাষার প্রভাব

জনশক্তি রপ্তানির ফলে আমরা আর্থ-সামাজিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করেছি। মধ্যপ্রাচ্যের ২২টি দেশে আমাদের দেশের লোকজন কাজ করছেন, যারা আরবি ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। এভাবে বর্তমানে আরবি ভাষাকে সমগ্র বিশ্ব সামাজিকভাবে গ্রহণ করে একে সমৃদ্ধ ও মর্যাদাবান করেছে।

- জ্ঞানার্জনের শক্তিশালী মাধ্যম আরবি ভাষা।
- বিশ্বমানের টেকসই জনশক্তিতে নিজেকে গড়ে তোলারও উন্নত মাধ্যম।
- ব্যবসায়িক মাধ্যম।

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।
- সামাজিক জীবন ধারনের নির্দেশনা।
- সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতার অবাধ ভূমি।
- আল-কুরআন ও আল-হাদিস, ফিক্স, আরবি সাহিত্য সঠিকভাবে বুঝার সহায়ক।
- বর্তমানে আরবি ভাষা জীবিকার ভাষা।
- জুমার খুতবা আরবি ভাষায়। প্রতি শুক্রবারে দেশের সকল মসজিদে আরবি খুতবা প্রদান করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরবি ভাষার প্রভাব

প্রাচীনকাল

প্রাচীনকাল থেকে ভাষা একটি দেশ বা জাতির অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে আসছে। যাদের ভাষা যত উন্নত তাদের অর্থনীতিও তত উন্নত। আমরা ইংরেজি, ফার্সি, স্প্যানিশ ও সমকালীন যুগের চীনের মান্দারিন ভাষার কথা বলতে পারি। এ সকল ভাষার চেয়ে অন্যতম শক্তিশালী ভাষা হিসেবে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আমরা আরবি ভাষাকে দেখতে পাই। ভাষার কোন সীমানা নেই, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নদীর ন্যায় প্রবাহমান। যখন যার যেভাবে প্রয়োজন, সেভাবে ভাষাকে গ্রহণ করে।

প্রাচীনকালে আরবদের অর্থনীতির চালিকাশক্তি ছিল ব্যবসা। মক্কা-মদিনা থেকে সিরিয়া, ইয়েমেন বিভিন্ন এলাকায় আরবরা ব্যবসা বাণিজ্য করতো।

ইসলামী যুগে আমরা আরব্য অর্থনীতির ব্যাপক বিস্তার লক্ষ্য করি। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি লাভের সাথে সাথে আরবি ভাষা ও তার পরিধিরও বিস্তার হতে থাকে। এভাবে আফ্রিকা, ইউরোপ, পারস্য সাম্রাজ্য পর্যন্ত আরব্য শাসনের সাথে আরবি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ভাষা হিসেবে একক কর্তৃত্ব অর্জন করে।

উমাইয়া শাসকগণ আরবিকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন। ফলে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও চাকুরীর জন্য আরবি শেখার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে সে সময়ের অর্থনীতিও আরবি ভাষা নির্ভর হয়ে পড়ে।

আব্বাসী আমলে আরবি ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সোনালী যুগ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সময় আরবি ভাষার মর্যাদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আব্বাসীয় যুগের অর্থনীতিও ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কালের পরিক্রমায় ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ভাষা হিসেবে আরবি জনপ্রিয় হয় এবং তার অবস্থানকে শক্তিশালী করে।

আরবি ভাষার ব্যবহারে আরবি অর্থনীতিকে দুইভাগে ভাগ করতে পারি।

১. ইসলামি অর্থনীতি

ইসলামি শরীয়া মোতাবেক অর্থাৎ আল-কুরআন ও আল-হাদিস অনুসারে যে অর্থনীতি পরিচালিত হয়, তাই ইসলামি অর্থনীতির কেবল উৎপাদন ও বন্টন এবং উপকারিতার ইসলামি

নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামী অর্থনীতি পরিচালিত হলেই চলবে না। তা ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় সূচক নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্যের কোনো না কোনোভাবে উপকার করে কিনা বা ক্ষতি সাধন করে কিনা তাও পর্যবেক্ষণ অনস্বীকার্য। এখানে যাকাত, উষর, খারাজ ও জিজিয়া করের ধারণা ও নির্দেশনা বিদ্যমান।

২. পুঁজিবাদী অর্থনীতি

আধুনিক বিশ্ব এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর পরিচালিত যেখানে লাভটাই মুখ্য। অন্যের ক্ষতি সাধন হচ্ছে কিনা (ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত) তা এখানে গৌণ।

এই দুই ধারার অর্থনীতিতেই আমরা আরবি ভাষার গুরুত্ব দেখতে পাই। আরবি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক লেনদেনে বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ ও সমাদৃত ভাষা। আরবের তেল ও খনিজ সম্পদের ফলে পুরো আরব বিশ্বের ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

আরবি ভাষার প্রয়োজনীয় দিকসমূহ -

১. ধর্মীয় ভাষা।

২. জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা।

৩. বর্তমান বিশ্বের বাণিজ্যিক ভাষা।

৪. বিশ্বের কয়েকটি শ্রমজীবীর দৈনন্দিন ভাষা।

৫. পণ্য বিতরনের ভাষা।

৬. অধিক বাজার দখল ও বিপণনের প্রধান মার্কেটের ভাষা।

৭. আধুনিক বিশ্বের সকল বৃহৎ কোম্পানির লক্ষ্য যেহেতু মধ্যপ্রাচ্য, তাই তাদের ভাষার ব্যবহারও এখানে মূখ্য। সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার আরবি ভাষা।

বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার অন্যতম ভাষা আরবি। আরবি ভাষা আপন মহিমায় আজ সমগ্র বিশ্বে সমুজ্জ্বল। বিশেষ করে ধর্মীয় কারণের পাশাপাশি ব্যবসায়িক কারণে আরবি ভাষার প্রচলন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **সমৃদ্ধ অর্থনীতির ভাষা**

বিশ্বের প্রতিটি দেশ আরবি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়ে তার জনশক্তি রপ্তানির জন্য পর্যাপ্ত কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সকল পণ্যের লেভেলে আজ আরবি ভাষার ব্যবহার করা হচ্ছে। সময়ের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বিশ্বের বৃহৎ প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলো আরবি ভাষার উপর গুরুত্বারোপ করছে। অর্থনীতির শক্তি বাড়লে ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য আজ মুসলিম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জন করছে শুধুমাত্র ভালো বেতনে আরব দেশসমূহের চাকরির প্রত্যাশায়। আরব্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, দৃঢ়তা ও ব্যাপকতার কারণেই আরবি ভাষা দিন দিন আরো প্রসার লাভ করছে। আরবি ভাষার শব্দভাণ্ডারও এতে ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ যে, পবিত্র হজ ও ওমরা পালনের জন্য সমগ্র বিশ্বের ৩০ থেকে ৪০ লাখ মুসলিম সৌদি আরব ভ্রমণ করেন। ফলে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিকভাবে আরবি ভাষার প্রসারতা এখানে লক্ষণীয়। এর মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনীতির পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বেই আরবি ভাষার গুরুত্ব পৌঁছে যাচ্ছে। গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কারণে সমগ্র বিশ্বে দিন দিন আরবি ভাষা চর্চার বিস্তৃতির পাশাপাশি এর মর্যাদা আরো উন্নত হচ্ছে যা চলমান থাকবে আগামীতেও।

বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চাঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

■ বাংলাদেশে আরবি ভাষাচর্চা

বাংলাদেশে আরবি ভাষার প্রচলন ও চর্চা দীর্ঘ দিনের। ভারতীয় উপমহাদেশে আরবি ভাষার প্রবেশ প্রথমে আরব বণিকদের মাধ্যমে। আরব বণিকরা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য করতেন। এই বাণিজ্যের ফলে আমাদের চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, নোয়াখালীতে ও উপকূলীয় এলাকায় তাদের ভাষার আগমন। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব এই বণিক আরব ও ধর্ম প্রচারক আরবদের যাতায়াতের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে আরবি ভাষার চর্চা শুরু হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে আরবি ভাষা শেখার অধির আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তায় এদেশের মানুষ আরবি ভাষা শিখতে শুরু করে। প্রথমে আল-কুরআন তেলাওয়াত, নামাজ, রোজা সঠিকভাবে পালনের জন্য আরবি শেখা শুরু হয়। ধীরে ধীরে সুফি- সাধকগন এই ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন, খানকাহ-মসজিদ নির্মাণ করে মক্তবের মাধ্যমে আরবি ভাষার পাঠদান করতে থাকেন।

বঙ্গ অঞ্চলে ইসলাম আগমনের ফলে আরবি ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। আরব্য বণিক শ্রেণি ও ধর্ম প্রচারকগণ উপকূলীয় অঞ্চল হয়ে এদেশে প্রবেশ করার কারণে বৃহত্তম চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর অধিবাসীরা আরবি শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে থাকেন।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দ্রুত কথা বলেন এবং শব্দের শেষ বর্ণ শেষ না করেই বাক্য সমাপ্ত করেন, যা আরবি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে আরবি ভাষা চর্চা ও ব্যাপ্তি লাভ করে।

সময়ের ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশ প্রায় ৮০০ বছর মুসলিম শাসনাধীন থাকার কারণেও বিশেষ করে আদালতে ব্যাপক আরবি ভাষার শব্দ আমরা দেখতে পাই। বিশ্বের ১৫০ কোটির বেশি মানুষের ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠানে আরবি ভাষার প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ১২০০ আরবি শব্দ আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি। বাংলাদেশের সকল জেলায় মক্তব, পরবর্তীতে মাদরাসা শিক্ষার প্রচলন এর ফলে আরবির ব্যাপক চর্চা বর্তমানেও বিদ্যমান।

মুসলিম দেশ হিসেবে ধর্মীয় প্রয়োজনে

বর্তমান বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তাই ধর্মীয় কারণে কুরআন-হাদিসসহ ইসলামিক জ্ঞান লাভের জন্য আরবি ভাষা জানা আবশ্যক। কেননা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হলে আরবি ভাষা ভালোভাবে জানার কোন বিকল্প নেই। বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য আরবি বিশুদ্ধভাবে জানা প্রয়োজন। তাছাড়া ইসলামি বিধি-বিধান, মাসয়ালা-মাসায়েল জানার জন্য বর্ণিত মূল ভাষা অর্থাৎ আরবি ভাষা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

জ্ঞানার্জনের জন্য

আল-কুরআন শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। এটি মুসলিমদের জন্য ধর্মগ্রন্থ, অন্যদিকে সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান। জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যা আল-কুরআনে নেই। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর হাদিসসমূহও আরবি ভাষায়। আল-কুরআন ও আল-হাদিস বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পাশাপাশি মুসলিম মনীষীগণ যে সকল মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন তার অধিকাংশই আরবি ভাষায় রচিত। ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানসহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন। আরবি ভাষা সঠিকভাবে না জানলে ধর্মীয় বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম ক্ষেত্র

আমরা আজ যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে গর্ববোধ করি কিংবা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, এর প্রধান কারণ হলো মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলার। রেমিটেন্স বা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান হাতিয়ার আমাদের জনশক্তি রপ্তানি। মধ্যপ্রাচ্যসহ আরবের অন্যান্য দেশে আমাদের এক কোটিরও বেশি জনশক্তি রয়েছে। প্রতিদিনই এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবের মুসলিম দেশসমূহের সহানুভূতি ও বাংলাদেশি শ্রমিকদের সততা, কর্মস্পৃহার জন্য তাঁরা সুনাম বয়ে আনছে। কিন্তু এ সকল শ্রমজীবি লোকজন প্রচুর টাকা ব্যয় করে উক্ত দেশসমূহে চাকুরি করতে গেলেও আরবি ভাষা জ্ঞান না থাকার কারণে তারা ভালো বেতনে চাকরি করতে পারছে না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের প্রায় ১৫ লক্ষ শিক্ষার্থী মাদরাসায় অধ্যয়ন করে আরবি ভাষা জ্ঞানের জন্য। ভারতীয়রা আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের কারণে ভালো প্রতিষ্ঠানে, ভালো বেতনে কাজ করতে পারছে। আমাদের দেশের প্রবাসীরাও দ্রুত আরবি ভাষাকে আয়ত্ত করে নিজের অবস্থান সুসংগত করছে।

ব্যবসায়িক কারণ

আমাদের দেশে আরবি ভাষা চর্চার অন্যতম একটি কারণ হলো ব্যবসায়িক কারণ। মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল বাজারের চাহিদা এবং সম্পর্ক জোরদার করার জন্য আরবি ভাষার চর্চা অব্যাহত রাখা দরকার। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ তাদের পণ্যের গায়ে আরবি ভাষা ব্যবহার করছেন। তেমনি আমাদের দেশ থেকে যে সকল পণ্য রপ্তানি হচ্ছে, সেখানেও আরবি ভাষার ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি। এভাবে ব্যবসায়িক গুরুত্বের কারণে আমাদের দেশে আরবি ভাষার চর্চা অব্যাহত আছে।

মাদরাসা সমূহে আরবি ভাষার চর্চা

বাংলাদেশের প্রচলিত সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবি ভাষাচর্চা অনিয়তি হলেও আলিয়া ও কওমি মাদরাসায় আরবি ভাষা চর্চা দৈনন্দিনই হচ্ছে। মাদরাসাসমূহে আরবি বিষয়গুলো, যেমন- আল-কুরআন, আল-হাদিস, আরবি সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে ও দক্ষতা লাভের জন্য পড়ানো হয়। এই অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় জ্ঞান লাভ। আরবি ভাষার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব এখানে উপস্থাপন করা হয় না। ফলে বর্তমান বিশ্বে আরবি ভাষার অবস্থান যে শুধু ধর্মীয় কারণে নয়, অনেকে তা বুঝতে ও বুঝাতে সক্ষম হন না।

আরব দেশসমূহে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য

বাংলাদেশে আরবি ভাষাচর্চার অন্যতম দিক হচ্ছে আরব দেশসমূহের সাথে জোরালো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। মুসলিম দেশ ও আরবি চর্চা অব্যাহত বিধায় আরব দেশসমূহের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই রাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ করার জন্য আরবি চর্চা অব্যাহত রয়েছে। যার কারণে আরব দেশসমূহের রাজনৈতিক প্রয়োজনেও আমাদের দেশের শান্তিরক্ষীরা আরব দেশসমূহে কাজ করে যাচ্ছে। বিপরীতে বিভিন্ন উন্নয়নে তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমর্থন আমরা পেয়ে যাচ্ছি।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

আরবি ভাষা চর্চার পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব

আরবি আমাদের মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা কিংবা Terget Language নয়। শুধুমাত্র ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক কারণে আরবি ভাষা আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে আরবি ভাষা ব্যবহারের তেমন সুযোগ নেই। চর্চা-অনুশীলনের অভাবে আরবি ভাষায় আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুবিধা থাকলে আরবি ভাষা দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পেতো।

পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অভাব

আরবি ভাষায় কথোপকথনের দক্ষতা বা বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখার জন্য পর্যাপ্ত ও গুণগত মানসম্পন্ন কোনো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নেই, যেখানে নিবিড় পর্যবেক্ষণে থেকে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যদি সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে আরবি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা মাফিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আরবি ভাষায় দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পেতো।

দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব

আমাদের দেশের মাদরাসাগুলোতে ব্যাপক আরবি পড়ানো হলেও আরবি ভাষা জানা দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষককের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অনেকেই মাদরাসায় পড়ান বা পড়েন, কিন্তু তারা বেশির ভাগই আরবি ভাষায় কথা বলতে পারেন না। দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি হলে আরবি ভাষায় দক্ষ শিক্ষার্থী তৈরি হবে। ফলে, আরবি ভাষা দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

পেশাগত দক্ষতায় ভাষা না জানা

আমাদের দেশের অনেকেই পেশাগত জ্ঞানে দক্ষ। কিন্তু আরবি ভাষায় দক্ষতা না থাকার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বেশি বেতন ও সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। পেশাগত উন্নয়নে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলে এ সকল সমস্যার সমাধান করা সহজ হতো।

ব্যাকরণ নির্ভর পাঠদান

বাংলা ভাষাকে আমরা মায়ের ভাষা বলি। আমাদের মাতৃভাষা শিখতে গিয়ে আমরা কি আগে ব্যাকরণ পড়েছি? নিশ্চয়ই না। আমাদের দেশে ব্যাকরণ নির্ভর আরবি পড়াশোনার কারণে তা জটিল ও কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করার ফলে আরবি ভাষা-ভীতি মননে গেঁথে আছে।

পাঠদান পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ

আমাদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতিতে প্রাচীন বা সনাতন বক্তৃতা পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধিত হয়নি। যদি পাঠদান পদ্ধতিকে আমরা বর্তমান চাহিদা অনুসারে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে অনুসরণ করি, তাহলে আরবি ভাষা বোঝা, শোনা, পড়া বা শেখা আরো সুন্দর ও সহজ হতো। আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেতো।

ব্যবহারিক আরবির প্রতি যত্নবান না হওয়া

বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষার্থী আরবি ব্যবহারিক ভাষা বোঝেন না বা ব্যবহারও করেন না। পাঠ্যপুস্তক নির্ভর পাঠদান যুগযুগ ধরে বিদ্যমান। যদি ব্যবহারিক আরবির প্রতি যত্নবান হওয়া যায় তাহলে আরবি শিখা সহজবোধ্য হতো। আরবি ভাষা জ্ঞান বৃদ্ধি পেতো।

আরবি ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ না করা

আরবি ভাষা চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আরবি ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। যেহেতু আরবি একটি বিদেশী ভাষা, সুতরাং-এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

আরবি ভাষা শিক্ষা উপকরণের অভাব

আরবী ভাষার শিক্ষাদানের জন্য আমাদের দেশে এই বিষয়ে উপকরণের যথেষ্ট পরিমাণ অভাব রয়েছে। পাঠ্যবইগুলোও সেভাবে প্রস্তুত না। দৈনন্দিন জীবনের কথাগুলো উপকরণের মাধ্যমে

ব্যবহৃত হলে শিক্ষার্থীরা সহজেই আরবি ভাষার সাথে পরিচিত হতে পারতো। আমাদের প্রথমেই লক্ষ্য হওয়া উচিত আরবি ব্যবহারিক শব্দসমূহ আয়ত্ত করা। তাহলে ধীরে ধীরে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন সম্ভব।

শিক্ষাদানগত সমস্যা

ভাষা শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষক হতে হবে দক্ষ ও মেধাবী যুগোপযুগী। আমাদের দেশের শিক্ষক বা প্রশিক্ষকরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত নন। অপ্রতুল প্রশিক্ষণের কারণে শিক্ষক নিজেকে আধুনিক বা বিশ্বমানের প্রশিক্ষক হিসেবে তৈরি করতে পারছেন না। বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক নিজের পেশাগত জীবনে নিজেকে শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখেন। আমাদের দেশে আরবী ভাষার শিক্ষাদানের জন্য দেশে-বিদেশে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে নিজের মেধার পরিচয় দিতে সক্ষম হতো।

-**উত্তরণের উপায়**

আমাদের হীনমন্যতা ও পরিকল্পনাহীন শিক্ষার কারণে আরবি ভাষায় যেভাবে পারদর্শিতা অর্জন করার কথা ছিল, তা সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করলে আমরা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম হব। চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমেই আমরা উত্তরণ করতে পারি।

আরবি ভাষা শিক্ষার মানোন্নয়ন: প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান

বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চা

ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় কারণে আমাদের দেশে আরবিভাষা চর্চা হয়ে আসছে। কালের প্রবাহে আরবিভাষা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে মিলিত হয়েছে আপন স্বকীয়তায়। ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার পেলেও প্রয়োজনীয় ভাষা দক্ষতা তৈরি হয়নি, তৈরি হয়নি আরবি ভাষায় দক্ষ জনশক্তি। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মুসলিম আল-কুরআন তেলাওয়াত করতে পারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করা ছাড়া আরবিভাষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বা হয়না। আরবিভাষাকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে অনেকগুলো সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়, যাতে করে দেশের অগ্রগতি, উন্নয়নে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সঠিকভাবে আরবি ভাষাকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হননি। অর্থনৈতিক দিক থেকে আরবি ভাষাকে অলাভজনক মনে করা হয়। সুতরাং আরবিভাষার দুর্বলতা থেকেই যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও দুর্বলতার কারণসমূহ-

শিক্ষকের আরবি ভাষা দক্ষতা না থাকা

মাদরাসায় আরবি পাঠদান বাংলা ভাষায় করে থাকেন অনেক শিক্ষক। আরবি ক্লাসে আরবিতে মোটেই কথা বলা হয় না। আরবিতে কথা বলার আগ্রহ দেখানো শিক্ষক যদি আরবি ভাষায় দুর্বল হন বা অনুশীলন না করেন, শিক্ষার্থী কিভাবে উপকৃত হবে? আরবি ক্লাসে শিক্ষকের এই দুর্বলতার কারণেই আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জন হয় না।

শিক্ষকের সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব

সময়ের চাহিদা বা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য চাই শিক্ষাব্যবস্থায় দক্ষ, মেধাবী, প্রশিক্ষিত, শিক্ষক ও প্রশিক্ষক। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য মাত্র একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, যা সম্পূর্ণভাবে গুণগতমান সম্পন্ন প্রশিক্ষণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। লক্ষ লক্ষ শিক্ষকদের জন্য একটি মাত্র প্রশিক্ষণ। প্রতিষ্ঠান সেখানে আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কোনো কার্যক্রম যথাযথভাবে নেই। আবার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দকে বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরবি ভাষার জন্য দক্ষ করে তোলার কোন ব্যবস্থা নেই। এভাবে

তৃণমূল থেকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সব জায়গায় অপ্রতুল সুবিধার কারণে দক্ষ শিক্ষক-প্রশিক্ষক আমরা পাচ্ছি না।

চর্চা ও অনুশীলন করার পরিবেশ অপ্রতুল

বিদেশি ভাষার কারণে আরবি ভাষাকে আমাদের দেশে অনেকে ধর্মীয় ভাষা মনে করেন। ফলে দৈনন্দিন জীবনে তেমন একটা ব্যবহার করেন না। তাই আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য যেভাবে চর্চা বা অনুশীলন দরকার, সেভাবে চর্চা অনুশীলন করা হয় না, তাই ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না।

শিক্ষার্থীদের ভাষা ভীতি

আরবি ভাষা শিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাষাকে আনন্দ সহকারে মেনে নিতে পারেনি। পড়ার জন্য যে পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, তা করা হয়নি। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনের গহীনে আরবি ভাষা শেখার একটা ভীতি তৈরি হয়ে আছে। যাতে করে আরবি ভাষাকে তারা জটিল ও কঠিন মনে করছে।

প্রেষণা না থাকা

পাঠদানে শিক্ষার্থীদের জন্য চাই উপযোগী প্রেষণা। শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় কারণ ছাড়াও তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে প্রেষণা দেওয়া প্রয়োজন। আনন্দ ও আগ্রহ থাকা চাই। এগুলো থাকলে শিক্ষার্থী আরবি ভাষাকে সহজেই গ্রহণ করতো এবং দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতো। আমরা পরিবেশ ও সমাজ অনুযায়ী সেবা দিতে অপারগতার কারণে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রেষণা বঞ্চিত।

মাদরাসা শিক্ষার প্রতি অনীহা

জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সবাই পড়াশোনা করে। এই জ্ঞানার্জনের ঠিক উল্টো পিঠে অর্থনৈতিক মুক্তির কথাটি লেখা। আমাদের দেশে মাদরাসা পড়ুয়াদেরকে অনেকেই হেয় করে দেখে। চাকরির বাজারে তাদের মূল্যায়ন করা হয় না বা চাকরির সুযোগ কম বলে বা আয় রোজগার করার পথ তেমন নেই বলে অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অনীহার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে।

অভিভাবকদের উদাসীনতা

সাধারণত: শাররিরীক ও মানসিকভাবে সক্ষমতাপূর্ণ সন্তানদের মাদরাসায় না পড়িয়ে তুলনামূলকভাবে দুর্বল মেধা সম্পন্ন সন্তানদের মাদরাসায় পড়ানো হয়। তাছাড়া তাদের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক সমর্থন ও দেয়া হয় না। অনেকেই এখানে 'ফি সাবিলিল্লাহ্' মানসিকতা পোষণ করেন।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা

মাদরাসা শিক্ষার্থীরা দাখিল-আলিম পাশ করার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য যোগ্যতা থাকা সত্বেও পছন্দমতো বিষয়ে ভর্তি হতে নানা রকম বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হয়। ফলে তারা অনেক সময় উচ্চতর জ্ঞানার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকা

শ্রেণিকক্ষে ব্যতীত সারাদিন আর কোথাও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আরবি ভাষা ব্যবহার হয়ে উঠে না। বাড়িতে, মাঠে, হাট-বাজারে কোথাও আরবিতে কথোপকথন হয় না। আবার শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের আরবি বলার জন্য পরিবেশ তৈরি করেন না বা সুযোগ প্রদান করেন না। শিক্ষার্থীর মতামত বা আগ্রহকেও প্রাধান্য দিয়ে আরবি ভাষা উপস্থাপন করেন না।

শিক্ষাক্রম যথাযথ না হওয়া

রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলিত শিক্ষাক্রমে বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির উপযোগী না। ২০১৯ সালের আগে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক আরবি ভাষা-এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম তৈরি হয়নি। আরবি ব্যাকরণ, গল্প, কবিতা ও রচনার উপর করে নির্ভর আরবি ভাষা পাঠ দান করা হতো, যা শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জীবনে তেমন কাজে আসতো না।

পর্যাপ্ত কর্মক্ষেত্র না থাকা

আমাদের দেশে মাদরাসায় পড়ুয়াদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মক্ষেত্র নেই। যারা কর্ম পাচ্ছেন তাদের কর্মক্ষেত্র অধিকাংশই মাদরাসায় শিক্ষকতা বা ইমামতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাদরাসা থেকে যারা পরবর্তীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে বা করতে পারছে তারা উন্নত কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছেন। শুধুমাত্র মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য আমাদের দেশে এখনো সীমিতই রয়েছে কর্মক্ষেত্র। অন্যদিকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জনে সরকারি-বেসরকারি পর্যাপ্ত সুবিধা ও কর্মক্ষেত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি। এতে শিক্ষার্থীর মনে আরবি ভাষার প্রতি অন্যগ্রহ তৈরি হয়।

ভিন্ন ভাষায় আরবি ব্যাকরণ শেখানো

সহজবোধ্য আরবি ভাষায় আরবি ব্যাকরণ না শিখিয়ে আলিয়া ও কওমি মাদরাসাগুলোতে বাংলা, উর্দু বা ফার্সি ভাষায় আরবি ব্যাকরণ মুখস্থ করানো হয়। এতে করে শিক্ষার্থীরা আরবি ব্যাকরণকে আরবিতে না বুঝে অন্য বিদেশি ভাষায় বুঝতে গিয়ে জটিলতার সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের কোন ভাষাই ভালো করে শেখা হয় না, আরবি ভাষা শিখনে দুর্বলতা থেকেই যায়।

সমস্যা উত্তরণের উপায় ও সরকারের ভূমিকা

আধুনিক শিক্ষাক্রম তৈরি করা

আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং আরবি কথোপকথনে পারদর্শিতা অর্জন এর জন্য মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিভিত্তিক গুণগত ও মানসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষাক্রম তৈরি করা প্রয়োজন। বিষয়টি উপলব্ধি করে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর উদ্যোগে এনটিআরসি-এর পরিচালনায় মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯ সাল থেকে নতুন করে আধুনিক ও যুগোপযুগী মাদরাসা শিক্ষাক্রম তৈরি হচ্ছে।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল আধুনিক ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে সরকার ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের সমগ্র মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত। সরকার ২০১০ সালে দেশের নামকরা ৩১টি মাদরাসায় অনার্স প্রোগ্রাম চালু করে। শুরু থেকে নিম্নোক্ত ৫টি বিষয়ে এই প্রোগ্রাম চালু রয়েছে।

১. হাদিস ও ইসলামি শিক্ষা।

২. আল কুরআন ও ইসলামি শিক্ষা।

৩. আদ-দাওয়া ও ইসলামি শিক্ষা।

৪. আল আদাবুল আরবি (আরবি সাহিত্য)।

৫. ইসলামের ইতিহাস।

এই অনার্স প্রোগ্রাম ছাড়াও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ফাজিল (পাস), ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা কার্যক্রম যেগুলো এযাবৎ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে ছিল, এখন সেগুলো ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে পরিচালিত হচ্ছে। তবে সরকারী কারিকুলাম অনুযায়ী না চলার কারণে দেশের কওমি মাদরাসাগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হবে না।

মাদরাসা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লাভ

২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও সাধারণ শিক্ষার মাঝে বিরাজমান ব্যবধান কমিয়ে আনাসহ গুণগত মানোন্নয়ন ও সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও একাডেমিক পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকল্পে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর' যাত্রা শুরু করে। যার ফলে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহজতর হয়। এখানে প্রশিক্ষণ বিভাগ ও বিদ্যমান। ফলে আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

একাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন

মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট', গাজীপুর (BMTTI) নামে একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। এখানে আন্তরিকতার সহিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শিক্ষককে একটি মাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়ে দক্ষ করা সম্ভব নয়। ফলে প্রতিটি বিভাগে মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি করা আবশ্যক। যাতে করে সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

আরবি ভাষায় প্রশিক্ষণ

আরবি ভাষায় সঠিক বা যথাযথ দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত জরুরি। বিদেশি এই ভাষাকে আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজন দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। দক্ষ শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীদের মাঝে আরবি ভাষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে।

দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদান

আমাদের দেশে মাদরাসায় দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারলেই আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনবলে রূপান্তর করতে সক্ষম হব। আরবিতে অনর্গল কথা বলতে, পড়তে, লিখতে ও শুনতে পারার যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিলে শিক্ষার্থীরাও আরবি ভাষায় দক্ষতা লাভ করবে। অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীকে ঠকাচ্ছিনা বরং আমরাই ঠকে যাচ্ছি।

শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক আরবি বলতে বাধ্য করা

শ্রেণিকক্ষে আরবি বিষয়ে পাঠদানের সময়ে অনেকেই নীরব থাকে বা নীরবতা পালন করে। কারণ তারা ভাষাটিকে কঠিন মনে করে। এই চিন্তা-চেতনা বাদ দিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে সাক্ষাতে আরবি ভাষায় কথা বলা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সঠিকভাবে মনিটরিং বা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আরবি ভাষা ব্যবহারের ফলে বিষয়টি সহজে মনোমুগ্ধকরভাবে সবাই গ্রহণ করবে। এতে আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রসারতা লাভ করবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা

শিক্ষক-শিক্ষার্থী যেন আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন সে জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। যেমন-

> আরবি বিতর্ক অনুষ্ঠান (একক বা দলীয়/উন্মুক্ত)।

> আরবী কথোপকথন (দ্বৈত)।

> আরবি কবিতা ও গল্প লিখা।

> সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়াম-এর আয়োজন করা।

একথা মনে রাখতে হবে অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমেই বিদেশি যে কোনো ভাষায় দক্ষতা অর্জন সম্ভব। তাই বেশি বেশি চর্চা- অনুশীলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আবশ্যক

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজার ও মধ্য প্রাচ্যের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে দেশে আরবি ভাষা শেখা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ব্যবহারিক আরবি ভাষা নির্ভর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন

দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা দরকার। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে দেশে কর্মক্ষেত্র তৈরি ও সুযোগ প্রদানও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। জনশক্তি রপ্তানির জন্য 'আরবিভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স' বাধ্যতামূলক করা। ফলে আরবি ভাষায় দক্ষ জনবল তৈরি ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আরো বেশি করে অর্জন সম্ভব।

প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ

দেশে আরবি ভাষায় দক্ষতা লাভের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং উৎসাহদান করা আবশ্যক। বর্তমান বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজেকে শামিল করার জন্য প্রয়োজন আরবি ভাষার উন্নয়নে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনই আমাদের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার।

আরবি ভাষার উন্নয়নে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের প্রভাব

আরবি ভাষার সাথে আল-কুরআনের সম্পর্ক

আরবি ভাষা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এ ভাষার আধুনিকায়ন, মর্যাদা, শব্দ ভাণ্ডারের ব্যাপকতায় আল-কুরআন-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভাষার চলমান গতিতে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে আরবি ভাষা উচ্চমানের আসন লাভ করে। শ্রুতিমধুর ও সহজে উচ্চার্য এবং ভাষার নান্দনিক কারুকার্য আল-কুরআনের মাধ্যমেই আরবি ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে।

আরবি ভাষা ও কুরআনের ভাষা একই ভাষা

আপনি ভালো আরবি জানলে কুরআনকে ভালোভাবে জানা ও বোঝা সম্ভব। কুরআনকে ভালোভাবে বুঝার জন্য, জানার জন্য, হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আরবি ভাষা চর্চা প্রয়োজন। কুরআনকে কুরআনের ভাষায় বুঝাই সহজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- অর্থাৎ আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বুঝার জন্য (সূরা যুমার)।

আল্লাহর বাণীকে আল্লাহর ভাষায় আয়ত্ত করা

আরবি ভাষা ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের কাছেই মর্যাদাবান। আরবি ভাষাকে আল-কুরআনের মুখোমুখি না করে উভয়ে উভয়ের সম্পূরক হিসেবেই বিবেচিত। ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে আল-কুরআনকে বুঝতে হলে আরবি ভাষাকে ভালোভাবে জানা দরকার। তাহলেই ধর্ম বা শরীয়তের দিক-নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ সম্ভব। আল-কুরআন তেলাওয়াত করতে জানা মানে- মুখস্ত আরবি জানা। অর্থ বা ভাবার্থ কিছুই এখানে বোধগম্য হয়না। কুরআন বুঝা যেখানে বেশি জরুরি, তাই আরবি জানাও জরুরি। আরবি ছাড়া কোরআন যেমন বুঝা অসম্ভব, তেমনি কুরআন ছাড়াও আরবি অসম্পূর্ণ।

আল-কুরআনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন- 'এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষের আয়াতসমূহ লক্ষ করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে' (সূরা সোয়াদ)।

'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?' (সূরা মুহাম্মদ)

সম্পূর্ণ আল-কুরআনে শব্দ আছে ৭৭,৪৬৯টি-এর মধ্যে পুনরাবৃত্তি ও একই শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার বাদ দিলে শব্দ সংখ্যা হয় ৪৮৪৫টি। তন্মধ্যে বহুল ব্যবহৃত ৬০টি শব্দের অর্থ জানলে সম্পূর্ণ কুরআনের ৫০ ভাগ শব্দের জ্ঞান অর্জন সম্ভব। আরো ২৫ ভাগ শব্দের অর্থ জানতে ২৬০ শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে। বিস্ময়কর গ্রন্থ আল-কুরআন কতো অল্প শব্দ দিয়ে আল্লাহ তা সাজিয়েছেন। যে কোনো ভাষা ভালোভাবে জানতে তার শব্দ ভাণ্ডার বেশি করে জানা দরকার।

আল-কুরআনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন-

'নিশ্চয় আমি এটিকে কোরআন রূপে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। (সূরা ইউসুফ ২)

'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয়-এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য'। সূরা আর রুম, আয়াত ২২

মক্কা পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র তাই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান হিসেবে আরবের ভাষা আরবিতেই আল-কুরআন নাযিল করা হয়। এতে আরবি ভাষা ভাষীরা খুব সহজেই ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়।

এ প্রসঙ্গে মহান তা'য়ালা আল্লাহ বলেন-

'আর এটি একটি কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি- বরকতময়, যা তাদের সামনে আছে তার সত্যায়নকারী। আর যাতে তুমি সতর্ক কর উম্মুল কুরা (মক্কাবাসী) ও তার আশ-পাশে যারা আছে তাদেরকে। আর যারা আখেরাতের প্রতি ও এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং তারা তাদের সালাতের উপর যত্নবান থাকে। সূরা আল-আনআম আয়াত: ৯২।

'আমি আপনার নিকট কিতাব নাযিল করেছি, যাতে সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে (সূরা নাহল আয়াত ৮৯)।

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস সাল্লাম ছিলেন বস্তুজগতের সকল জ্ঞানের অধিকারী।

এ প্রসঙ্গে মহান তা'য়ালা আল্লাহ বলেন-'আর তিনি আদমকে সব নামসমূহ শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সুতরাং বললেন, 'তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও' (সূরা আল-বাকারা আয়াত ৩১)।

'করুণাময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে (মানুষকে) শিখিয়োছেন বর্ণনা' (সূরা আর-রহমান আয়াত ১-৪)।

অথ্যাৎ 'আমি সব নবী ও রাসূলদেরকেই তাদের স্বজাতির ভাষা ভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে, অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন, তিনি মহাপরাক্রান্ত-প্রজ্ঞাময়' (সূরা-ইব্রাহিম, আয়াত ০৪)।

মহান রাসূলগণ (স:)-এর প্রতি যে সকল আসমানি কিতাব তাঁদের নিজ ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে-

ক. তাওরাত কিতাবের ভাষা ছিল হিব্রু।

খ. যাবুর কিতাবের ভাষা ছিল ইউনানী।

গ. ইঞ্জিল কিতাবের ভাষা ছিল সুরিয়ানী

ঘ. আল-কুরআনের ভাষা হলো আরবি।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

'এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি যাতে আপনি মক্কা ও তার আশপাশের লোকদের সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই, এক দল জান্নাতে আরেক দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (সূরা আশ্-শুরা, আয়াত ০৭)।

যদি আরবি ভাষায় আল-কুরআন নাজিল না হতো, তাহলে তাদের বুঝতে, অনুধাবন ও ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতে অসুবিধা হতো। প্রত্যেকটি ভাষার অলংকৃত রূপ হলো সাহিত্য। আর আল-কুরআনের সাহিত্যমান মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন প্রদত্ত।

ফরাসি পণ্ডিত ড. মরিস বুকাইলি বলেন- 'আল-কুরআনকে সুসংগতভাবেই বলা যায় বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, বৈয়াকরণদের জন্য একখানা ব্যাকরণ গ্রন্থ, কবিদের জন্য একখানা ছন্দ সাহিত্য এবং কানুন বা বিধানের বিশ্বকোষ'।

আরবি ভাষার চ্যালেঞ্জ

আরবি ভাষা ভালোভাবে জানলে আল-কুরআন বুঝা সহজ হয়।

'যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তবে তার মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস' (সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত-২৩)।

আল-কুরআনের রচনাশৈলী ও পদবিন্যাসও একটি মু'জিজা। আরবদের তৎকালীন বাগধারা, বাক্য বিন্যাসে কুরআনের অনুরূপ রচনাশৈলীর কোন নমুনা পাওয়া যায় না। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পরবর্তীতে আরবি ভাষার অলংকারে আসে নিত্য নতুন সংস্করণ। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বাক্য, বাক্য প্রয়োগে অনুপম কৌশল ও নৈপুণ্য ছিল মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কুরআনের যে প্রকাশভঙ্গিগুলো আরবি ভাষায় নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, তা হলো ছন্দময়তা, প্রশ্নের প্রয়োগ, সুস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ত অথচ বর্ণনামূলক অর্থ প্রকাশ, সহজ করে উপস্থাপন, উপমার যথার্থ ব্যবহার, প্রয়োজনে কাহিনীর শৈল্পিক সমাবেশ ইত্যাদি। আল-কুরআন শুনে আরবের কবি সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরা হতবাক হয়েছেন। তারা আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হয়েছে পরাজিত, আরবের জ্ঞানী-গুণী, ছোট-বড় সবাই আল-কুরআনের অলৌকিক বাচনভঙ্গি, অপূর্ব ভাবধারা এবং এর প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করেছে।

আরবি ভাষার সাথে আল-হাদিসের জ্ঞান-এর সম্পর্ক

মানব জীবনের সৌন্দর্যের অন্যতম দিক হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমে বিকশিত হয় ব্যক্তি ও সমাজের বাস্তব চিত্র। ইসলামে ব্যক্তি জীবনের মধুর বাচনভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহারকে গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 'নিশ্চয় কিছু কথা জাদুময়' (সহিহ বুখারী: ৫১৪৬)।

প্রত্যেক নবী ও রাসূল সাল্লাহু সাল্লামকে যে সকল সহিফা বা আসমানী কিতাব দেওয়া হয়, যা তাদের স্ব-স্ব ভাষাতেই নাযিলকৃত।

হযরত আবু জর রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক নবীকে তার স্বজাতিয় ভাষায় প্রেরণ করেছেন' (মুসনাদে আহমদ: ২১ ৪১০)।

আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহ আলাইহিবলেন, নবী-রাসূলরা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাতৃভাষা ভাষী হওয়ার কারণ হচ্ছে, যেন তাঁদের জাতি রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তারা কি নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, তা বুঝতে পারেন 'তাফসির ইবনে কাসির ৪/৪৭৭.'।

মাতৃভাষায় নবী ও রাসূলদের দক্ষতা

নিরেট বিশুদ্ধ ভাষা ভাষী ছিলেন প্রত্যেক নবী-রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা নিজ নিজ ভাষায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেন- 'আমি আরবদের মাঝে সর্বোত্তম বিশুদ্ধভাষী'।

আল-কুরআনের পরেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস-এর অবস্থান। এর মাধ্যমে আরবি ভাষার বিশুদ্ধতা ও আধুনিকতা বৃদ্ধি পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পর এবং বিশেষ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। যার ফলে আরবি গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর সান্নিধ্য যারা পেয়েছেন, তাঁরা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা আরবি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন নিয়মিতভাবেই। ফলে আরবি ধর্মীয় ভাষা ছাড়াও সমগ্র বিশ্বে একটি আদর্শ ভাষা হিসেবে তার অবস্থান নিশ্চিত করে।

তিনি উত্তম ভাষায় মার্জিত শব্দে কথা বলতেন। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি শব্দ, বাক্য, বাক্যের অলংকার, উপকরণ, উচ্চারণ ভঙ্গিমা সবকিছুই ছিল বিশুদ্ধতার প্রতীক। তিনি গুছিয়ে কথা বলতেন। তিনি কথা বলার সময় তাড়াহুড়ো করতেন না। যা বলতেন স্পষ্টভাষায় ধীরে ধীরে বলতেন। তাঁর এই পন্থা সাহাবীগণও অনুসরণ করতেন। এতে তাঁরা সহজেই যে কোন বার্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 'নিশ্চয় আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি'। (ইবনে মাযাহ: ২২৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম যেমন নিজে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি যত্নবান ছিলেন, তেমনি অন্যদের বিশুদ্ধ ভাষী হওয়ার জন্য উৎসাহ ও নির্দেশ দিতেন। ভুল বা বিকৃত হতে দেখলে তিনি সঠিক করে বলে দিতেন। কোথাও কোন বাক্য বা শব্দ প্রয়োগ করতে হবে তার নির্দেশনা ও ব্যবহারের জন্য বলতেন। যেমন 'আলিজু' শব্দের পরিবর্তে 'আ-আদখুলু' এবং আঙ্গুরকে 'ই'নাব বা হাবালাহ বলা। দাস শব্দের পরিবর্তে চাকর, মনিবকে প্রভু না বলে সরদার বলা ইত্যাদি।

এ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ইমাম মুসলিম রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা তার মুসলিম শরীফে 'আল-লাফজু মিনাল আদাব' শিরোনামে একটি অধ্যায় এনেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন-

'আপন পালনকর্তার প্রতি আহবান করুন, জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে, উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়'।

বিশুদ্ধ আরবি ভাষী হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থাপনা বা যে কোনো বিষয়ে বলার ভঙ্গি ও ভাষা ছিল বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল, যা আরবি ভাষা ও সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ ও মানসম্মত।

ইসলামি যুগের আবির্ভাবের ফলে আল-কুরআন ও আল-হাদিস আরবি ভাষাকে নতুন প্রাণ দিয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত অবিকল থাকবে, এই ভাষায় কোন বিকৃতির ছোঁয়া লাগবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে থেকে সাহাবাগণ বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন, যা পরবর্তীতেও চলমান থাকে। সে সময়ের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ইবনে জুহায়ের, কা'ব ইবনে মালিক, হাসান বিন সাবিত, লাবিদ, আলী ইবনে আবি তালেব প্রমুখ জ্ঞানী ব্যক্তিদের রচনা বিশুদ্ধ আরবির পরিচয় বহন করে।

ইসলামি সাহিত্য চর্চাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন। খন্দকের যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামস্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা হতে বর্ণীত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম মুসলিম কবিদের উৎসাহ দিয়ে বলেন- 'যারা অস্ত্র হাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু সাল্লামকে সাহায্য করে তাদেরকে নিজ কথা (রচনা) দ্বারা সাহায্য করতে কী নিষেধ করেছে?'

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা বলেন- তাঁর জন্য আমার বাবা-মা উৎসর্গ হোক, আমি তার চেয়ে উত্তম শিক্ষক আগে ও পরে কখনও দেখিনি। ভাষার সর্বোত্তম ব্যবহার, শিষ্টাচার তিনি শিখিয়েছেন'।

ভাষা দেহ ও মনের সমন্বয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ের অবতারণা করলে, তাঁর দেহ-মনের সমন্বিত ভাষায় পাঠদান করতেন। এতে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শ্রোতা আকর্ষিত হতো। শ্রোতার অন্তরে গেঁথে থাকতো তাঁর মর্মবাণী।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বক্তব্য দিতেন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেতো, আওয়াজ উঁচু হতো এবং ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো, যেন তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী (মুসলিম ৪৩)।

তিনি বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের অধিকারী ও পণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি পাঠদানের মধ্যেও বৈচিত্র্যময়তা আনয়ন করতেন। তিনি এমনভাবে গল্প ও কবিতা বলতেন যেন শ্রোতার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠত সে বর্ণনা।

উপমার ব্যবহারেও তাঁর ছিলো সুনিপূণ দক্ষতা। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তরদানে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কখনো রেখাচিত্র অংকন-এর সাহায্য নিতেন। জীবন ও জীবন-এর সীমাবদ্ধতা উপস্থাপন করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

আরবি ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপূর্ণতার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাদান পদ্ধতিও অবদান রাখে।

উপস্থাপনা, বিষয়ের গুরুত্ব, বারবার বলা, ভুল সংশোধন করা, উৎসাহিত করা, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝানো, প্রশ্নগ্রহণ ও জবাব প্রদান, আমলের মাধ্যমে শিক্ষাদান, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকা, প্রত্যাশা ও ভয়ের মধ্যে বিরাজমান রাখা, মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়, শাস্তিদানের (শারীরিক শাস্তি না দিয়ে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন) মাধ্যমে শিক্ষাদান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত কথা ছিল ভাষা ও সাহিত্যের মানদণ্ডে সর্বোত্তম। অসংখ্য হাদিস আরবি ভাষার উন্নয়নে অতুলনীয় অবদান রাখে। যাযাবর আরবদের ভাষাকে পৌত্তলিকতার বেড়াজাল থেকে বিশ্বমানে প্রতিষ্ঠা করেন। মাতৃভাষার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেন।

অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন-

'পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' (সূরা আল-আলাক- ১)।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাষা আরবি ভাষা। ধর্মীয় জ্ঞানের আলোয় বিকশিত হয়ে পৃথিবীর বা আল্লাহর সৃষ্টি জগতের নানা বিষয়ে আমরা আরবি ভাষায় জ্ঞানার্জন করে থাকি।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আরো বলেন-

'ইয়া-সীন! আল-কুরআন প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ' (সূরা ইয়াসিন, ১-২)।

কোন বিষয় শিক্ষা অর্জনের পর সেই বিষয়ে ধারণা অর্জন হলো জ্ঞান। জানকে স্থান-কাল-পাত্রভেদে ব্যবহারের চিন্তন দক্ষতা হলো প্রজ্ঞা। আরবি ভাষায় আল-কুরআন ও আল-হাদিসের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা মানব জগতে সুদূরপ্রসারি ভূমিকা রাখে।

ড. মরিস বুকাইলী বলেন- 'আল-কুরআনের এমন একটি বক্তব্যও নাই, যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে'। বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষকালেও বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কোন বিষয়কে অসার প্রমাণ করতে পারেনি।

বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই, যেখানে মুসলিম মনীষীদের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। আরবি ভাষায় রচিত তাদের কালজয়ী গ্রন্থগুলো শত শত বছর ধরে অদ্যাবধি ইউরোপে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে ৭৫০- ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ- এই সাড়ে তিনশত বছর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠযুগ হিসেবে বিবেচিত। বলা হয়ে থাকে, স্পেন বা ইউরোপে যদি মুসলিম তথা আরবরা প্রবেশ না করতো তাহলে আধুনিক সভ্যতা আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেতো।

প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে আরবি ভাষা জ্ঞান লাভ করলেও ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রসার ও ব্যাপ্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে আরবি ভাষার অবদান ও ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে।

মুসলিম মনীষীদের রচনায় ভাষা হিসেবে আরবি ভাষা সমাদৃত হয়। ইসলামী শাসনামলের কীর্তি হিসেবে পৃথিবীর নানা প্রান্তের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে আরবি ভাষার

প্রভাব দৃশ্যমান। আরবি ভাষী বরেণ্য মনীষীদের জ্ঞান ভান্ডার, সাহিত্য, কলা ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় আরব ও ইসলামি সভ্যতায় বৈপ্লবিক চিত্র প্রকাশ পায়।

ইউরোপের পুনর্জাগরণ ও শিল্প বিপ্লবের চেতনায়ও আরব সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু মুসলিমরা নয়, আরবি ভাষায় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও লেখা হয়েছে।

ভাষার উদ্ভব, উন্নতি, বিবর্তন ও সংকট ভাষার প্রবাহমান ধারারই অংশ। আরবি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরবি ভাষার পণ্ডিতগণ যেমন অবদান রেখেছেন, তেমনি ব্যক্তিগত, সামাজিক,

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়ও রয়েছে আরবি ভাষার সমান বিচরণ।

আব্বাসীয় আমলে মুসলমানরা একের পর এক এলাকা বিজয় করতে থাকেন এবং বিভিন্ন জ্ঞান ও কৃষ্টির সম্মুখীন হন। তখন তারা 'বায়তুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, অনুশীলন ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেন, যা জ্যোর্তিবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পদার্থ, চিকিৎসা, দর্শন, ভূগোল শাস্ত্র আবিষ্কারে অসামান্য অবদান রাখে। এর সাথে বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম, সমাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়েও জ্ঞানচর্চার ফলে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা থেকেও বড় বড় গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। ফলে আরবি চর্চা ইসলামি সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

কালের স্রোত ও সময়ের আবর্তনে আরবি ভাষা স্বমহিমায় ভাস্বর। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো দিক নেই যেখানে আরবি ভাষার মর্যাদা নেই। আরবি শুধু আরব মুসলিমদের জ্ঞানার্জনের ভাষা নয়, বিশ্বায়নের গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাবান ভাষা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবি ভাষার বিকাশ ধারা

ধর্মীয় শিক্ষায়

আল-কুরআন, আল-হাদিস, ফিকহ, ইসলামি চিন্তা, দর্শনশাস্ত্রে আরবি ভাষার অবদানও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং জনপ্রিয়তায় যে সকল রচনাশৈলী ও রচয়িতার অবদান আমরা দেখতে পাই।

তাফসীর শাস্ত্রে

ধর্মীয় কারণে আল-কুরআনকে বিশদভাবে জানার প্রয়োজনে আল-কুরআনকে মুফাস্সিরগণবিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। এতে আরবি ভাষা বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থসমূহ প্রণয়নে আরো সমৃদ্ধি অর্জন করে। সাহাবীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছিলেন বিখ্যাত মুফাস্সির, তাঁকে রয়ীসুল মুফাসীর (তাফসীরকারদের নেতা) ও বলা হয়। 'তানভির আল মিকবাস মিন তাফসির' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাবেঈদের মধ্যে সর্বোত্তম তাফসীর জানতেন আরবি ভাষীগণ। কেননা তারা আরবি ভাষা ভালো বুঝার কারণে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চিন্তন দক্ষতা রাখতেন। ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম হাম্বল প্রমূখ সকলেই আরবি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁদের তাফসীর গ্রন্থগুলোও আরবি ভাষাতেই রচিত।

হাদীস শাস্ত্রে

আল-কুরআনের প্রধানতম ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ হলো হাদিস তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত কথা, বাস্তব জীবনে কর্মানুশীলন কিংবা অন্যের কর্মের প্রতি সমর্থন। যা ধর্মীয় বিষয়কে অত্যন্ত সরল, সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে পালনে সহযোগিতা করে। বিদায় হজ্জের ভাষণেও তিনি-এর সংরক্ষণ, প্রতিপালন, প্রচারের বিষয়েও গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নির্দেশনাসমূহ পরবর্তীতে আসহাবে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন-এর মাধ্যমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, যা আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

ফিকহ শাস্ত্রে

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদিসের বিশ্লেষণ ও সাধারণ্যে সহজে আমল করার পদ্ধতি হলো 'আল-ফিকহ্'। যা ইসলামী শরীয়তের 'আইন শাস্ত্র' হিসেবে বিবেচিত। আল-কুরআন ও আল-হাদিসের ভাষা যেহেতু আরবি, তাই-এর বিধানাবলীর বর্ণনাও আরবি ভাষায়। আরবি ভাষার উৎকর্ষতায় ফিকহ শাস্ত্রের ভূমিকা অনস্বিকার্য।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য

আইয়্যামে জাহেলীয়ায় আরবি ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ থাকলেও আল-কুরআন নাযিলের পর তা আরো বিকশিত ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। পূর্বে যা ছিল কাসীদা বা পদ্য নির্ভর। ইসলাম পরবর্তীকালে আরবি ভাষা চর্চা ও অনুশীলনের ফলে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সকল ক্ষেত্র তথা-কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, সংবাদপত্র, গবেষণায়-এর গুরুত্ব ও অবদান লক্ষ্য করা যায়, যা-এ ভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।

- **মুসলিম মনিষীগণের উদ্ভাবনী অবদান**

মুসলিম মনীষীগণ মুদ্রারপ্রচলন, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, ডাক বিভাগ প্রচলন, চিত্রকলা ও হস্তলিপি শিল্প, সংগীত, স্থাপত্য শিল্প প্রভৃতিতে জ্ঞানের স্বাক্ষর রাখেন।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম মনীষীরা একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ, ভূগোলবিদ, মনোবিদ, চিকিৎসকসহ নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন ফলে একটি ভাষার মধ্যে তার দক্ষতা আবদ্ধ না থেকে অনেকগুলো বিষয়ের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের মৌলিক গ্রন্থ ও আরবি অনুবাদ গ্রন্থ বা সম্পাদনায় আরবি ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে সমগ্র বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়।

শেষ কথা

বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বে আধুনিক আরবি ভাষা, সাহিত্য রচনা, পাঠদান ও সংবাদপত্র প্রকাশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আল-কুরআন ও আল-হাদিস-এর প্রভাবে আরবি ভাষা, ভাষার ব্যাকরণগত দুর্বলতা ও ব্যবহারের শুদ্ধতায় এখন পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ভাষা। যাকে عربي مبين নামে অভিহিত করা হয়। এছাড়াও আরব্য যাযাবর জাতির বিভিন্ন এলাকা, এলাকার ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশের কারণে আরো **২৭টি** উপভাষাও প্রচলিত আছে। আরবি বর্ণের উচ্চারণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদির ফলে আরবি ভাষার মধ্যে বিভিন্ন বিকৃতি, সংযোজন- বিয়োজন, এ সকল উপ-ভাষায় পরিলক্ষিত হয়।

এই আরবি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে **'ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা'** বলেছেন-
"আরবি ভাষা নিজেই ইসলামের একটি অংশ, এবং আরবি ভাষা শেখা হচ্ছে একটি আবশ্যক দায়িত্ব। যদি কুরআন এবং সুন্নাহ জানা দায়িত্ব হয় এবং আরবির জ্ঞান না থাকলে যদি তাদের বোঝা না যায়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে আরবি শেখাও একটি আবশ্যক কর্তব্য।"
[ইকতিদা উস সিরাতাল মুস্তাকিম, ২২০৭]

রেফারেন্স

১. আল-কুরআন

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষাদান-এর পদ্ধতি: আতাউর রহমান খসরু।

৩. ড. মো. আনোয়ারুল কবীর, সহজ পদ্ধতিতে আরবী ভাষা শিক্ষাদান

৪. আরবি ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষণের সহজ পদ্ধতি/মো. আমিনুল ইসলাম

৫. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল, ব্যাচেলর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন প্রোগ্রাম